বড়াল নদীর বাঁকে

ড. মো. মুনিরুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা-২০২৫

প্রান্ত প্রকাশন

উৎসর্গ

নৌকাডুবিতে মৃত নাম না জানা সেই শিশুটি,
শ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রধান শিক্ষক শ্যামল রায় স্যার এবং
বড়াল নদীর পাড়ে বসবাসকারী
জনগণকে।

ভূমিকা

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'সেন্টমার্টিন : মৎস্য ও মৎস্যজীবী' শিরোনামে আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। তারপর থেকে লেখালেখি শুরু। ১৯৯৪ সালে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ সহায়তা দিতে গিয়ে পরিচয় হয় মায়ানমারের ছেলে এবং প্রবাল দ্বীপের মেয়ের সাথে, যাদের বিয়ে হয়েছে গভীর প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে। তাই আমার ইচ্ছে ছিল আমার প্রথম উপন্যাসের নাম দিব 'প্রবাল দ্বীপে প্রেম'। গত বছর বাড়ি যাওয়ার সময় দেখলাম এক সময়ের খরস্রোতা বড়াল নদী এখন মৃতপ্রায়। হৃদয় স্মৃতিপটে ভেসে উঠল স্মৃতিবিজড়িত অনেক কথা, অনেক ঘটনা।

ওইদিনই সিদ্ধান্ত বদলিয়ে 'বড়াল নদীর বাঁকে' উপন্যাসটি লেখা শুরু করলাম। গ্রামীণ পরিবেশে খেলাধুলা, সাঁতার কাটা, লেখাপড়ার মাঝে কিশোর ও যৌবনে ঘটে যাওয়া ছেলেমেয়েদের অমোঘ প্রেমের অমর কাহিনি আর মুক্তিযুদ্ধের কিছু চাক্ষুষ স্মৃতি বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আছে সমাজের অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা। এক কথায় 'Facts of life'। সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলো কাল্পনিক। কারো চরিত্র বা নামের সাথে মিলে গেলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আশা করি, বইটি ছাত্র-শিক্ষকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে আনন্দ দিবে।

– ড. মো. মুনিরুজ্জামান

০১.০১.২০২৫
কল্যানপুর, ঢাকা।

লেখকের প্রকাশিত বই :

- মাছের রোগ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা
- মানুষ ও মাছের আধুনিক ভেষজ চিকিৎসা
- বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ পরিচিতি ও সম্ভাবনা (পাঠ্য বই, প্রকাশকাল ২০২৪)
- লিমনোলজি (পাঠ্য বই, প্রকাশকাল ২০২৪)
- ম্যানুষ ও মাছের আধুনিক ভেষজ চিকিৎসা (প্রকাশকাল ২০২২)
- মাছের রোগ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা (প্রকাশকাল ২০২১)
- মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (প্রকাশকাল ২০১১)
- রুই জাতীয় মাছের সহজ চাষ পদ্ধতি (প্রকাশকাল ২০০৮)

আষাঢ় মাস।

চারদিকে পানি আর পানি। প্রখরতার কারণে কখনো সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, আবার একটু পরেই আসে বৃষ্টি। এভাবে চলতে থাকে রোদ-মেঘ-বৃষ্টির খেলা। এ সময় গ্রামীণ মহিলারা রোদ দেখে সিদ্ধ ধান শুকানোর জন্য বাড়ির বাইরের উঠানে নেড়ে দেয়, আবার হঠাৎ বৃষ্টি আসলে তাড়াহুড়া করে বৈঠকখানায় ধান তুলে বা উঠানেই ঢেকে রেখে দেয়। বর্ষাকালে এ ধরনের রোদবৃষ্টির খেলায় প্রায়ই মাততে হয় গ্রাম্যবধূদের।

অল্প ছিটেফোঁটা বৃষ্টি দেখে এক কাঁচা বয়সি মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে ধান তুলতে ব্যস্ত। স্বামী হরপাট দিয়ে ধান এক জায়গায় জড়ো করে দিচ্ছে, আর স্ত্রী সামনের দিকে হেলে দ্রুত ধামাতে ধান ভরছে। পরনের কাপড়ের দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তার যৌবনের বুকফাটা রূপ দেখার জন্য নৌকার অনেকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

এ বছর দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়েছে। স্থানভেদে এ বন্যাটি ১৫-২০ দিন স্থায়ী হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমগ্র দেশের ৬০% এর অধিক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ঢাকার শ্যামলী সিনেমা হলের (বর্তমানে শ্যামলী স্কয়ার) সামনে দিয়ে নৌকা চলছে। বিটিভি খুললেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের লেখা ও সুরে একটি গান শোনা যায়, তোমাদের পাশে এসে/বিপদের সাথি হতে/আজকের চেষ্টা আমার/তোমাদের সাথে মিশে/সব ব্যথা বুকে নিয়ে/আমিও যে হবো একাকার/আজকের চেষ্টা আমার...। গানের পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিদর্শন দৃশ্য এবং ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়।

বন্যায় ট্রেন ও সড়কপথ নষ্ট হওয়ায় নৌকায় এখন বলতে গেলে প্রধান বাহন। শ্যালো মেশিনচালিত নৌকা দ্রুত চলছে। বড়ালের বুক চিরে বন্যার

ভয়াবহ রূপ দেখতে দেখতে অভি অনেক দিন পর বাড়ি যাচ্ছে। হালের বৈঠা শক্ত হাতে ধরে আছে সুলতান মাঝি।

সুলতান মাঝি আসলে মাঝি বংশের কেউ নয়। মৌসুমি মাঝি। ইরি কাটার পর বন্যার পানি এসে সব জায়গা ভেসে গেছে। ফসল, শাকসবজির খেত পানির নিচে। কোনো কাজ নেই বললেই চলে। ধানখেতে পানি দেওয়ার শ্যালো মেশিন এ সময় অব্যবহৃত থাকে। তাই যাদের মেশিন আছে, তাদের প্রায় সকলেই নৌকা চালায়। সুলতান মাঝি তাদেরই একজন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। একটু নাকের ভিতর কথা বলে। স্বাস্থ্য ভালো, উচ্চতা মাঝারি। গায়ের রং শ্যামলা-উজ্জ্বল। তবে রোদে খালি গায়ে নৌকা চালাতে গিয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। অভি তো প্রথম চিনতেই পারেনি।

"কীরে অভি কীরম আছিস?" অভি চেয়ে আছে।

"আমাক চিনতে পারিসনি? তোর সম্পর্কে খালতো ভাই, সুলতান। দূরে থাকিস, দেখাসাক্ষাৎ হয় না, না চিনারই কথা।" কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে সুলতান অভির দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল।

এবার অভি ভালোভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ও, সুলতান ভাই! চিনতে পেরেছি। অনেক দিন পর তো, খেয়াল করিনি। ভাবি কেমন আছে?"

"তোর ভাবির কথা আর বলিস নে, অনেক দিন হয়ে গেল সে বিছানাগত হয়ে আছে। কোনো ভারী কাম কাজ করতে পারে না। আমি সারা দিন নৌকা চালাই। বাসায় গেলে শান্তি নাই।" সুলতান মাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়।

"কেন, কী হয়েছে?" অভি ঔৎসুক্য হয়ে প্রশ্ন করে।

"আর বলিসনে, পোড়া কপাল! অনেক চেষ্টা করার পরও আল্লাহ মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল না। ছেলের আশা করতে করতে পর পর চারটা মেয়ে হয়ে গেছে। আর তোর ভাবি হয়ে পড়ছে অসুস্থ। চেহারা এত হালকা-পাতলা হয়ে গেছে যে, মনে হয় বাতাস লাগলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। মেয়েদের স্বাস্থ্য হাড্ডিসার কাঁকলাসের মতো। বাড়িতে ছ'জন মানুষ কিন্তু উপার্জনকারী আমি একা। যা ভাড়া পাই, নৌকার তেল-মবিল কিনতেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। সংসার চালাব কী দিয়ে।" সুলতান মাঝি তার মনের দুঃখের কথাগুলো গড়গড় বলে গেল।

চারটা মেয়ে! অভি আশ্চর্য হয়ে যায়। "ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট। সরকারের এ স্লোগান তুমি জানো না?" অভি আবার প্রশ্ন করে।

"আমি মুরুক্ষ মানুষ। পেটের চিন্তেয় বাঁচি না। ওসব স্লোগান শোনা আর মানার সময় কুথায়। এগুলো শহরের শিক্ষিত মানুষের জন্য। আমাদের জন্য না। আমাদের ভরসা আল্লাহ।" আমাদের এলাকার বড় হুজুরে কইছে, "যিনি জন্মদাতা, তিনি রিজিকদাতা।"

"হুজুর কি সামর্থ্য না থাকলেও ছেলে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত একটার একটা সন্তান নিতে বলেছেন?"

"না, তা বলেনি।" আস্তে আস্তে সুলতান মাঝি বলল।

"হুজুর কি প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেনি?"

"কইছে এবং শুনিওছি। কিন্তু মিলনের সময় ওসব মনে থাকে না। এটা হলো বাস্তব। তা ছাড়া বংশ রক্ষার একটা ব্যাপার আছে না? তুই এসব বুঝবি না।"

নদীর উত্তর পাড়ের দিকে তাকাতেই অভি দেখল একটি পরিবার আম গাছে মাচা তৈরি করে সেখানে বসবাস করছে। কেউ কেউ ঘরের মধ্যে মাচা করে তাতে অতিকষ্টে বসবাস করছে। মাটি দিয়ে চুলা তৈরি করে কোনো মতে ভাত-তরকারি রান্না করে খেয়ে বেঁচে আছে।

নদীর পাড়টি প্রায় ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় পানি ওঠেনি। এসব জায়গায় মানুষ গরু-ছাগল বেঁধে রেখেছে। কেউ কেউ কাঁঠালের পাতা ঝুলিয়ে রেখেছে, ছাগল মাথা উঁচু করে তা খাচ্ছে। এ সময় কাঁঠালের পাতাই ছাগলের একমাত্র খাদ্য বলা চলে। গরুগুলোকে কচুরিপানা বা কলাপাতা খাইয়ে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিজের বাড়ির কী অবস্থা, বাবা-মা, ভাইবোন কী করছে অভি তা এখনো কিছুই জানে না। না দেখা পর্যন্ত অভি মনে শান্তি পাচ্ছে না।

নদীর উত্তর-পূর্ব পাড়ে বেশকিছু বাড়িঘর আছে। তারপর মাঠ। ধান-পাট কাটার পর মাঠ ফাঁকা। এখন পানি থইথই করছে। নৌকা চলছে। অনেক ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ পানিতে ডুবানো পাট ধুচ্ছে। কিন্তু পাট নেড়ে দিবে কোথায় তা অভির বোধগম্য হচ্ছে না।

গরিব মানুষেরা মাছ ধরছে। একজনের ঝাঁকি জালে প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের রুই মাছ ধরা পড়েছে। এটি নিশ্চয়ই কোনো পুকুরের চাষ করা মাছ। পুকুর ডুবে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। একজন আটশ টাকা দাম করছে কিন্তু দিচ্ছে না। এক হাজারের নিচে দিবে না।

একজন জীবিত জিওল মাছ দিয়ে বড়শি পেতে রেখেছিল। একটি বড় ও তিনটি মাঝারি আকারের বোয়াল মাছ পেয়ে খুব খুশি। দৌড়াতে দৌড়াতে বাজারে যাচ্ছে। মুখে আনন্দের হাসি। যে মাছ পেয়েছে তা বিক্রি করে চাল-ডাল কিনে কমপক্ষে দু'দিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আরামে বসে খেতে পারবে। খুশিতে তার দশ বছরের ছেলেটিও পিছপিছ দৌড়াচ্ছে।

আর একজন টাকি মাছের পোনা ধরছে। অন্যজন শোল মাছের পোনা ধরে বিক্রির জন্য ঘুরছে। অভি মনে মনে খুব দুঃখ পেল।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এ সময় শোল, গজার, টাকি মাছের পোনা ধরা, মারা, পরিবহন, বিক্রি সবই দণ্ডনীয় অপরাধ। তিন মাস পরে পোনাগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে। মাছের উৎপাদন বাড়বে। বেশি মানুষ মাছ খেতে পারত। বেশি মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ হতো। তাদের শরীরে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকত না। ফলে শরীর সুস্থ থাকত।

অভি মনে মনে ভাবল, বন্যায় মানুষের হাহাকার চলছে। কে মানে কার কথা।

একজন কারেন্ট জাল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। জালের ফাঁসে ছোটবড় সব ধরনের মাছ আটকে আছে। এ জালের কাছে আসলেই সব আকারের মাছ জালের ফাঁসে কারেন্টের মতো আটকে যায়। পরে মারা যায়। এজন্যই জালটির নাম কারেন্ট জাল। নয় ইঞ্চির নিচে রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ। তাই সরকার এ জাল ব্যবহার করে মাছ ধরতে নিষেধ করেছে।

নিচু এলাকার সব বাড়ি ডুবে গেছে। পানিতে ডুবে যাওয়া একটি ঘরের সামান্য জেগে থাকা টিনের চালে বসে দুটি পাখি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করছে। মাঝে মাঝে মনের সুখে বন্যার সতেজ পানিতে গোসলও করছে পাখি দুটি।

চারদিকে পানি, কিন্তু পান করার পানি নেই। এ সময় অভির Samuel Taylor Coleridge এর কবিতা "The Rime of the Ancient Mariner" এর দুটি লাইন মনে পড়ে গেল।

Water, water everywhere

Nor any drop to drink.

এক মহিলা দূর থেকে আনা খাওয়ার পানির মাটির কলসি নিয়ে নৌকা থেকে পাড়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় কলসিটা ভেঙে গেল। কোমড়ে ব্যথাও পেয়েছে বলে মনে হলো। শাশুড়ির বকা খাওয়ার ভয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

"কী দেখছিস তাকিয়ে? নিচু এলাকার মানুষের দুর্দশা দেখলে তোর চোখে পানি আসপি। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি, শুনবি?" সুলতান মাঝি বলল।

"কী সিদ্ধান্ত?" অভি বলল।

"বন্যার পানি নেমে গেলে, কাজকর্ম আরম্ভ হলে, আর একটা বিয়ে করব।" সুলতান মাঝির কথা শুনে অভি হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আবার বিয়ে! কিন্তু কেন?"

"আগেই বলেছি, বংশ রক্ষার জন্য ছেলে দরকার।"

কিন্তু ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে স্বামী অর্থাৎ পুরুষের ওপর। এক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো দোষ নেই। করারও কিছু নেই। বিজ্ঞান তা-ই বলে। মেয়েদের থাকে একই ধরনের ক্রোমোজোম (XX) আর পুরুষের থাকে ভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোম (XY)। পুরুষের X ক্রোমোজোম মেয়ের X ক্রোমোজোমের সাথে মিলিত হলে XX মিলে মেয়ে সন্তান হয়। আর পুরুষের Y ক্রোমোজোম মেয়ের X ক্রোমোজোমের সাথে মিলিত হলে XY মিলে ছেলে সন্তান হয়। সহজ হিসাব। অথচ তুমি আবার বিয়ে করবে। নতুন বউয়ের ছেলে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? নেই। শুধু শুধু সংসারে ঝামেলা বাড়াবে। অশান্তি ও অভাব ডেকে আনার পরিকল্পনা করছো। অভির বিরুক্তি প্রকাশ।

এতক্ষণে সুলতান মাঝির হুঁশ হলো। ঠিকই তো, ছেলেসন্তান হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তার মামার ছেলের আশায় এক এক করে সাতটি কন্যাসন্তান। তিনটি মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে দিতে পারেনি।

"অভি, তুই আজ আমার চোখ খুলে দিছিস। ধন্যবাদ তোকে।" সুলতান মাঝির মুখে ভুল ভাঙার অকৃত্রিম হাসি।

নৌকা চলছে। পানির কলকল শব্দ হচ্ছে। বন্যার পরিষ্কার পানি দিয়ে অভি হাত মুখ ধৌত করল। অভি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পানির শব্দে হঠাৎ একটি রুই মাছ লাফিয়ে নৌকায় উঠল। সুলতান মাঝি বলল, "আজকে সবাইকে নামিয়ে ভাত রান্না করে মাছ দিয়ে ভাত খাব।"

নৌকায় ২০ জন যাত্রী আছে। ৫ জন মহিলা ঘোমটা দিয়ে নৌকার ছইয়ের ভিতরে বসে আছে। একজনের কোলে ছোট একটি বাচ্চা রয়েছে। অভির কাছে একটা ব্যাগ ছাড়া কিছু নেই। জুতো জোড়া খুলে পাশে রেখেছে।

অভি খবরের কাগজে কদিন আগে নৌকা দুর্ঘটনার খবর পড়েছে। সেদিন দুজন ভদ্রলোকের সাঁতার জানা সত্ত্বেও যারা সাঁতার জানে না তাদের বাঁচাতে গিয়ে সলিল সমাধি হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ছিল সদ্য বিবাহিত। অভি ভাবছে কোনো কারণে নৌকা ডুবে গেলে আগে নিজে বাঁচতে হবে। পরে অন্যকে। যদিও নিজেকে স্বার্থপর মনে হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এছাড়া বাঁচার উপায় নেই। ক্লাসে স্যারও তাই বলেছে।

নৌকা থেকে বেশকিছু দূরে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বাঁশের বানা দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরার জন্য। আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কিছু অর্থলোভী লোকজন স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে অথবা গোপনে এ ধরনের বাঁধ দিয়ে মাছ আহরণ করে। বানার বাঁধের মাঝখানে কিছু জায়গা রাখা হয়েছে যেন একটি পেসেঞ্জার নৌকা পাস হয়ে যেতে পারে। ফাঁকা জায়গার দুপাশে দুটি শক্ত মোটা খুঁটি পোঁতা আছে। মাঝখানে নিচু করে বানা দেওয়া আছে, যেন শুধু নৌকা পার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোনো মাছ বের হয়ে যাবে না।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়। মুহূর্তে সুলতান মাঝির নৌকার গলুই বাঁশের খুঁটির সাথে লেগে এক পাক মেরে নৌকা ডুবে গেল। অভি দ্রুত ব্যাগটি বাম হাতে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে পাড়ে গিয়ে উঠে হাঁপাতে লাগল। নারী-পুরুষ সবাই বহুকষ্টে জানে বাঁচল।

হঠাৎ অভি দেখল নদীর মধ্যে পানিতে কেমন যেন বুদ্‌বুদের মতো উঠছে।

'ওইটা কী' বলে অভি চিৎকার দিয়ে উঠল। তার আর বোঝার বাকি থাকল না যে এটা ছইয়ের মধ্যে বসে থাকা মহিলার সন্তান। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলা জোরে কান্না করে বলল, "আমার ছেলে কোথায়?"

এবার আর অভি চুপ থাকল না। বীরপুরুষের মতো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য। ততক্ষণে বাচ্চাটি পানি পান করতে করতে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে।

শিশুটিকে পাড়ে আনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে শিশুর জামা কাপড় খুলে দেওয়া হলো। তারপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হলো। এরপর পেট ধরে উঁচু করা হলো যেন মাথা ও বুক নিচের দিকে থাকে। পিঠে চাপ দেওয়া হলো যেন পাকস্থলী, শ্বাসনালি ও ফুসফুস থেকে পানি বের হয়ে যায়। একজন দু'পা ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে চাইল। কিন্তু অনেকে রাজি না হওয়ায় তা করা হলো না। কেউ কেউ হাসপাতালে নেওয়ার জন্য বলল।

কিন্তু ততক্ষণে শিশুটির প্রাণ পাখি খাঁচা থেকে বের হয়ে মালিকের কাছে চলে গেছে। অনেক দুর্ঘটনায় বড় মানুষ মারা যায়, ছোট বাচ্চাটি বেঁচে থাকে। এক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটল। তাই তো বলে মৃত্যুর কোনো বয়স নেই। আর কার কখন মৃত্যু হবে তা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা জানেন।

নৌকা ডুবার পর নৌকায় ওঠা মাছটি আবার নদীতে চলে গেল। মাছটি বেঁচে গেল আর শিশুটি মারা গেল। সুলতান মাঝির আজ আর মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া হলো না। ভাতও খাওয়া হয় কি না সন্দেহ। কারণ নৌকা ডুবে যাওয়ায় কেউই ভাড়া তো দিচ্ছেই না, বরং গালিগালাজ করছে। অভি তার মা'র কাছে শুনেছে রিজিক আল্লাহর হাতে। আজ অভি মায়ের কথার একটা ছোট্ট প্রমাণ পেল।

অভির জুতা খুলে নৌকার পাটাতনের ওপর রাখায় নৌকা থেকে লাফ দিয়ে সাঁতার দিতে সুবিধা হয়েছে। জুতা ভিজে গেলে গা ভারি হয়ে যায়। সাঁতরাতে সমস্যা হয়। তাই জুতা হারিয়ে যাওয়াতে তার দুঃখ নেই। কিন্তু এটা ছিল তার আব্বার প্রথম উপহার। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর খুশি হয়ে তার আব্বু এ উপহার দিয়েছিল। চার বছর হয়েছে। পুরাতন হয়ে গেছে। তবে এখনো চকচক করছে। দাঁত মুখ দেখা যায়। স্যান্ডেলের ব্যবহার বেশি

এবং জুতার ব্যবহার কম হওয়ায় জুতা পুরাতন হলেও ভালো ছিল। অবশ্য বাবার স্মৃতি হিসেবে সযত্নে রাখাটাও একটা কারণ হতে পারে।

জুতার মধ্যে অভি খুঁজে পায় তার আব্বার স্নেহ, ভালোবাসা ও দোয়া। জুতা কিনে দিয়ে তার আব্বা বলেছিলেন, "লেখাপড়া শেষ করে স্যুট-প্যান্ট-জুতা পরা বড় অফিসার হিসেবে তোকে দেখতে চাই।" আর অভির গায়ে নতুন শার্ট পরাতে পরাতে মা বলেছিলেন, "দেখে নিও আমার ছেলে তা-ই হবে। বড়াল পাড়ের ছেলে একদিন বড় হয়ে বড় সাব হবে- ইনশাআল্লাহ।"

নৌকা ডুবার পরও নিজে বেঁচে যাওয়ায় অভি আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করল। শুধু কষ্ট পাচ্ছে শিশুটির অকাল মৃত্যুতে এবং তার মায়ের আর্তনাদ দেখে।

অন্য একটা নৌকা। মাঝি সুবল দাস। সে প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্মের পাটনী সম্প্রদায়ভুক্ত। তার পূর্বপুরুষেরা বড়াল নদীর খেয়াঘাটে লোক পারাপার করত। ভাড়া হিসেবে মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণির কাছ থেকে বছরে একবার ধান ও একবার চৈতালি ফসল সংগ্রহ করত। অন্যদের নিকট হতে ঘাটেই পারাপারের সময় নগদ টাকা ভাড়া উঠাত। এভাবে তাদের সংসার চলত। এছাড়া আগেকার দিনে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সন্তান বা আপনজনেরা খেয়াঘাটে আসত ঘাটের মাঝিকে টাকা দিতে। জীবিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তি যদি কখনো না দিয়ে ঘাট পার হয়ে থাকে, তার ঋণ পরিশোধ করতেই হয়তো এ টাকা দেওয়া হতো।

জন্মগতভাবে পাটনীরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের। তাই তারা যেকোনো সম্প্রদায়ের কারো কাছে টাকা না থাকলে বিনা পয়সায় পার করে দেয়। রাত-বিরাত, ঝড়-বৃষ্টি সবকিছু মাথায় নিয়ে মানুষের উপকারে ঘাটে বসে থাকত নৌকা নিয়ে। গরিব হলেও দুটো পয়সার চেয়ে দায়িত্ববোধ ছিল বেশি। এখন কোনো এলাকায় খেয়াঘাট থাকলেও সরকারের কাছ থেকে ঘাট ডেকে নেয় রাজনীতি করে এমন লোকেরা। তাদের টাকাও নেই ঘাটও নেই। বাধ্য হয়ে তারা পেশা পরিবর্তন করেছে।

সুবল মাঝির নৌকায় ওঠে বসতেই অভির শেলির চিঠির কথা মনে হলো। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চিঠির খাম বের করল।

পানিতে সাঁতার কাটার সময় চিঠি ভিজে গেছে। চিঠির ভাঁজ খুলে দেখল পানিতে ভিজে লেখার দাগগুলো মোটা হয়ে গেছে। তবে পড়া যাবে। এবার দিয়ে তৃতীয়বার চিঠিটি পড়া হবে। কোনো মেয়ের নিকট হতে পাওয়া এটাই তার প্রথম চিঠি।

প্রিয় অভি

আমার হৃদয়ের মণিকুঠুরির এক টুকরো ভালোবাসা নিও। তুমি হয়তো ভার্সিটিতে নতুন পরিবেশে নতুন বান্ধবীদের পেয়ে এতদিনে আমাকে ভুলে

গেছ। তবে আমি ভুলে যাইনি। মেয়েদের "বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না" তুমি তা কখনোই বোঝার চেষ্টা করোনি। ইঙ্গিতে কত কথা বলেছি। তোমার ভাবটা ছিল এমন, যেন ভাজা মাছটি উল্টায়ে খেতে পারো না। তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কোনো প্রস্তাব পাব ভেবেছিলাম। তা পেলাম না। তোমার সঙ্গে দেখা করা খুবই প্রয়োজন। তাই এ চিঠি লিখলাম। জানি না চিঠি পাওয়ার পর তোমার বোধোদয় হবে কি না। আমি কদিন মামা বাড়িতে থাকব। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প, হাজারো কথা আছে। বাড়ি আসলে শিবুর মাধ্যমে খবর দিও।

তোমার অপেক্ষায় থাকলাম। ভালো থেকো।

ইতি
"এস"

পড়া শেষে চিঠিটি ভাঁজ করে পকেটে রাখতেই সুবল মাঝি বলল, "কীসের চিঠি? কোনো খারাপ খবর আছে নাকি?"

"না-না। খারাপ খবর হবে কেন। এমনি, কাগজ ভিজে গেছে আর কী।" অভি ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল।

"আচ্ছা সুবলদা, তোমার ছোট ভাই সুমন আমার রুমে থেকে পরীক্ষা দিয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হলো। অনেক দিন ওর খবর পাচ্ছি না। মাঝে ২/১ বার আমার নিকট থেকে টাকা ধার নিয়েছিল আর দেখা নেই।"

"আমাদের অভাবের সংসার। সব মাসে ঠিকমত টাকা দিতে পারি না। তাই হয়তো টাকা হাওলাত নিয়েছিল। আমি পরিশোধ করে দিব।"

"না, না, দিতে হবে না। যখন বড়াল নদীতে খেয়াঘাট ছিল, তখন তোমরা আমাদের পরিবারের সবাইকে কতবার যে নদী পার করেছ তার হিসেব নেই। আমরা তোমাদের কাছে অনেক ঋণী।"

"আমরাও ঋণী। তোমার বাপ-দাদা আমাদের সবসময় বিভিন্ন ফসল দিত। দেওয়ার সময় কখনো হিসাব করেননি। তুমিও উপকার করেছ। তোমার কথায়ই সুমনকে ভর্তির জন্য তোমার কাছে পাঠাইছিনু। এবার দ্বিতীয় বর্ষে। পাশ করে চাকরি পেলে আমাদের দুঃখ ঘুচবে। তোমার উপকার কখনো ভুলব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।" সুবল বলল।